ফাইল লোপাটের আশঙ্কা

বাঁকুড়ায় তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝোলাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতেই তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল তালা। দরজায় বেঁধে দেওয়া হল বিজেপির দলীয় পতাকা। ঘটনা বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। গতকাল ভোট গণনা শুরু হতেই রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড় বয়ে যায়। বাঁকুড়া জেলায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় তৃণমূল। আর তারপরেই বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত জগদল্লা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে হাজির হয়ে পঞ্চায়েতের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন স্থানীয় বিজেপির নেতা, কর্মীরা। তালাবন্ধ দরজার বাইরে বেঁধে দেওয়া হয় বিজেপির দলীয় পতাকা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে তৃণমূল পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি ও বেনিয়ম হয়েছে। সরকার বদল হওয়ায় সেই দুর্নীতি ধরা পড়ার আশঙ্কায় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফাইল লোপাটের চেষ্টা করবে তৃণমূল। তাই নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত ওই পঞ্চায়েত এভাবেই তালা বন্ধ করে রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি কর্মীরা।

স্বরূপনগরে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর

অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: স্বরূপনগরের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীর বাড়িতে তাণ্ডব, হামলা, গাড়ি ভাঙচুর। আক্রান্ত সারমেয়-ও। অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী বিনা মণ্ডলের বাড়ি সামনে কয়েকশো বিজেপি কর্মী, সমর্থক জয় শ্রীরাম বলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, ডিজে বাজিয়ে বাড়ির সামনে ইট, পাটকেল ছুড়ে বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। বিনা মণ্ডল ১৬ হাজার ০১৭ ভোটে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর বাড়ির সামনে কয়েকশো কর্মী, সমর্থক গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি বাড়ি এবং বিনা মণ্ডলে গাড়ি ভাঙচুর করে। বাড়িতে থাকা এক সারমেয়, তাকেও ইট দিয়ে মারার চেষ্টা করে। এই নিয়ে রীতিমতো গ্রামের মানুষ ক্ষেপে যায়। তারা বলেন, একজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেতার পর তাঁর বাড়ি যেভাবে আক্রমণ হল, তা কখনও ভাবা যায় না। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ তাদের সামনেও তৃণমূল বিজয়ী প্রার্থীকে গালিগালাজ করা হয়। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্বরূপনগরের তৃণমূলের বিধায়ক বিনা মণ্ডল বলেন, ‘আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়ী হয়েছি। আমার বাড়িতে পরিকল্পনা করে এসে হামলা চালিয়েছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। এইটা কি হচ্ছে?’

‘পদ্ম কাঁটায়’ আটকে গেলেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন দেবাংশু। কিন্তু, ‘পদ্ম কাঁটায়’ আটকে গেলেন তিনি। ২০২১ বিধানসভায় চুঁচুড়ায় জয়ী হয়েছিলেন রাজনীতির ময়দানে ‘ভেটারেন’ অসিত মজুমদার। এবারে তরুণ মুখের উপর জোর দিয়েছিল তৃণমূল শিবির। পঞ্চম রাউন্ড শেষে দেবাংশুর থেকে ৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন বিজেপির সুবীর নাগ। এরপর যত রাউন্ড বেড়েছে, ততই বেড়েছে ব্যবধান। হেরে গেলেন চুঁচুড়া বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু। চুঁচুড়া কেন্দ্রকে ঘিরে ২০২৬ সালের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ জমে যায়। হুগলির এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য এবং বিজেপির প্রার্থী সুবীর নাগের মধ্যে। চুঁচুড়া ঐতিহ্যগতভাবে একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন এলাকা, যেখানে গত কয়েকটি নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল দেখা গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তরুণ মুখ হিসেবে দেবাংশু ভট্টাচার্যকে সামনে এনেছে। দলের সংগঠন এবং রাজ্যস্তরের প্রচারে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি তাঁকে একটি পরিচিত মুখে পরিণত করেছে। অন্যদিকে, বিজেপির সুবীর নাগ স্থানীয় স্তরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মইনুল হক লড়াই করেছেন। যদিও মূল লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কেন্দ্রে ভোটের লড়াই অনেকটাই নির্ভর করে গ্রাসরুট সংগঠন, প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা এবং শেষ মুহূর্তের প্রচারের ওপর। তৃণমূল যেখানে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রাখে, বিজেপি সেখানে পরিবর্তনের বার্তা এবং কেন্দ্রীয় নীতির উপর জোর দেয়। সব মিলিয়ে চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৬ নির্বাচনে একটি হাই-ভোল্টেজ আসনে পরিণত হয়েছে। দেবাংশু ভট্টাচার্য বনাম সুবীর নাগ, এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিজেপি জয়ী হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হুগলি জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নজরকাড়া আসন ছিল এটি।

হুগলি জেলা থেকে পরাজিত তৃণমূলের তিন বিদায়ী মন্ত্রী

বেচারাম, ইন্দ্রনীল ও স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০১১ সালের পর থেকে সেই সিঙ্গুর মুখ ফেরায়নি তৃণমূলের থেকে। ২৬-এ রাজ্যের পরিবর্তনের সাক্ষী থাকল সিঙ্গুর। জিতলেন বিজেপি প্রার্থী অরূপকুমার দাস। হারলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী বেচারাম মান্না। শুধু বেচারাম নয়, হুগলি জেলা থেকে হারলেন রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এই জেলায় তৃণমূলের কাছে ‘প্রেস্টিজ ফাইট’ ছিল উত্তরপাড়া আসন। একদিকে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন এনএসজি কম্যান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। গেরুয়া ঝড়ে এই কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি প্রার্থী। ২০২১-এ পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল, এই চারটি আসন বাদ দিয়ে হুগলির বাকি ১৪টি আসন জিতেছিল তৃণমূল। কার্যত তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলা হতো এই জেলাকে। সেই জেলাতেই ট্রেন্ড অনুযায়ী শুধুমাত্র ধনেখালি ও চণ্ডীতলায় আসন বাদ দিয়ে বাকি ১৬টি আসনেই বড় ব্যবধানে জেতেন বিজেপি প্রার্থীরা। হুগলির চুঁচুড়া আসন থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছিল তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে। তমলুক লোকসভা আসনে পরাজয়ের পরে এবার ছিল বিধানসভার লড়াই। বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগের কাছে হারতে হয় তাঁকে। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ইন্দ্রনীল সেন, স্নেহাশিস চক্রবর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। সকলেই পরাজয়ের মুখে। পাণ্ডুয়া, বলাগড়, সপ্তগ্রাম, আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, পুরশুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া বিধানসভায় হারের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হুগলি, আরামবাগ ও শ্রীরামপুর, তিনটি কেন্দ্রেই জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ফলে তৃণমূল এখন আত্মবিশ্লেষণের দিকেই ঝুঁকছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হনুমান মন্দিরে পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা বিধানসভায় বিজেপির জয়ের পর মঙ্গলবার সকালেই রাজনৈতিক আবহে এক আলাদা বার্তা দিলেন নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার। দিনের শুরুতেই তিনি কালনার পবিত্র ভাগীরথীতে স্নান করেন। এরপর কালনা স্টেশন সংলগ্ন হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ‘হনুমান মন্দিরে এসে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। মানুষের যে আস্থা ও সমর্থন নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম, সেই কাজে সফল হতে দেবতার আশীর্বাদ নিলাম।’ এদিন বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপির জয়ী প্রার্থী বলেন, তাঁর বিশ্বাস বিজেপির কর্মীরা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।

দুর্গাপুর নগরনিগম থেকে ফাইল লোপাটের অভিযোগ চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর পুরসভা চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যখন কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক সেখানে জমায়েত হন। অভিযোগ, এরপর তারা পুরসভার ভিতরে প্রবেশ করে ভবনের ছাদে বিজেপির দলীয় পতাকা বেঁধে প্রতীকীভাবে পুরসভা ‘দখল’-এর দাবি জানান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব ও পশ্চিমের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই। পরে তাঁরা পুরসভার কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই বিষয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘গতকাল অর্থাৎ সোমবার যখন তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরছে, নিশ্চিত ভেবে সেই সময় পুরসভায় ঢোকে বেশ কয়েকজন। পুরসভা থেকে প্রায় ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লোপাট করেছেন।’ তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করছি। পুলিশ প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। যারা এই ফাইল লোপাটের সঙ্গে যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

SBI

এসবিআই বোলপুর শাখা (০২০২৭)
চিত্রা মোড়, বোলপুর, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২০৪, ইমেল : sbi.02027@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বোলপুর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৪.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৪.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট	মোট ওজন ৫.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৫.৪০০ গ্রাম	১টি বালা

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬
স্থান: বোলপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই বোলপুর

SBI

এসবিআই বোলপুর শাখা (০২০২৭)
চিত্রা মোড়, বোলপুর, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১২০৪, ইমেল : sbi.02027@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বোলপুর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৪.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৪.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২০ ক্যারট ২২ ক্যারট	মোট ওজন ৩৪.৬০০ গ্রাম নিট ওজন ৩৩.৪০০ গ্রাম	১টি চেন ২টি কানের দুল ২টি পলা ৪টি কানের দুল

তারিখ: ০৬.০৫.২০২৬
স্থান: বোলপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই বোলপুর

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

৯ এ সি সরকার রোড, আদ্যাপীঠের নিকট
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৭৬
ইমেল : Dakshineshwar@kvbmail.com
মোবাইল নং : ৬৩৮২৩৭৪০৫৯

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লকারধারীগণ কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক দক্ষিণেশ্বর শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ২২.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ।
অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি. কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অধিগ্রহণকারীর নাম	লকার নং	বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	দক্ষিণেশ্বর	স্বর্ণাভ সাঁতরা	3110003A031	৮,৮৫০

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
দি কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল ঃ info@karnikaindustries.com
ওয়েবসাইট ঃ www.karnikaindustries.com

১১ই মে ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় সংশোধনী

কোম্পানিটি কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (“কোম্পানি”)-এর সদস্যদের কাছে একটি বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশ জারি করেছিল। এই সভাটি সোমবার, ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (“ভিসি”)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (“ওভিএম”)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সদস্যদের কাছে ১৬.০৪.২০২৬ তারিখে প্রেরিত ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা। উক্ত ইজিএম-এর নোটিশের প্রথম সংশোধনীটিও ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে শেয়ারহোল্ডার এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানো হয়েছিল।

১৬.০৪.২০২৬ তারিখের উক্ত ইজিএম বিজ্ঞপ্তির ২ নং আইটেমের অধীনে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের প্রথম সংশোধনীতে উল্লিকিত বিষয়ে যে আরও কিছু ক্ষুদ্র সংশোধন / পরিবর্তন রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই দ্বিতীয় সংশোধনীটি এখন জারি করা হচ্ছে।

এতদ্বারা জারির তারিখ থেকে, এই বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা প্রথম সংশোধনী এবং এই দ্বিতীয় সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে, যা এই বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.karnikaindustries.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ www.nseindia.com-এও আপলোড করা হচ্ছে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা আছে এমন সকল শেয়ারহোল্ডারকে মঙ্গলবার, ০৫.০৫.২০২৬ তারিখে সংশোধনীটি ইমেল করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় সংশোধনীতে উল্লিখিত সংশোধনসমূহ ব্যতীত, ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের প্রথম সংশোধনীতে উল্লিখিত অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু/তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান মুন্দ্রা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (এসিএস ৭১৬৭৯)

তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৬
স্থান ঃ হাওড়া

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ২

৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, ৮ম তল
জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

মামলা নং ওএ/৩৭১/২০১৫
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনাম লিবারাল অ্যাসোসিয়েশন ফর মুভমেন্ট অব পিপল
বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার -১, ডিআরটি-১ কলকাতা, এর ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে :-
“সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শালি জমি পরিমাপ ৫৬ ডেসিমেল এবং ৪৪ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-শ্রীনগর, তৌজি নং ১৫১৫ এবং ৩২১৫, জেএলনং ১৮১, বি এল এবং এলআরও - ক্যানিং-২, (হাল) দাগ নং ১১২২, আরএস খতিয়ান নং ১৬২/১, স্থানীয় নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ক্যানিং, বর্তমানে থানা- জীবনতলা।”
সাধারন নিলামে **“যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে ই-নিলাম মাধ্যমে এবং ট্রাইবুনালের চুরান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। আগ্রহী ক্রেতাগণ সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার এর আকারে প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতার অনুকূলে বা আবেদনকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নেট ব্যাংকিং মাধ্যমে বায়না জমা দাখিল করতে পারেন। উক্ত জমা সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে সমন্বিত হবে এবং অন্যান্য ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ই-নিলাম রিপোর্ট পাওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে। সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার পরবর্তীতে বায়না জমা সমন্বিত করে ২৫ শতাংশ পরদিন বিকেল ৪ টার মধ্যে দাখিল করতে হবে, পরদিন যদি ৬ জুন ২০২৬ হয়, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামে (ই-অকশন) মাধ্যমে **৬ জুন ২০২৬** তারিখ বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে ৩ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম প্ল্যাট ফর্ম **http://drt.auctiontiger.net** মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতাকে http://drt.auctiontiger.net থেকে বিক্রয় নোটিশ এবং বিক্রয় ঘোষণা ডাউনলোক করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিকেল ৩ টার মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফট /পে অর্ডারের আকারে প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা এর অনুকূলে কালকাতায় প্রদেয় হিসেবে প্রস্তাব সহ বায়না জমা দাখিল করে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে।
যাহোক, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিলামের সময়ে নেটওয়ার্কের কোনও ত্রুটির জন্য দায়ী হবেন না।
ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড সরাসরি নথিভুক্ত আগ্রহী ক্রেতা অংশগ্রহণকারীদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানির দ্বারা, অন লাইন মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ এবং লগ ইন করার জন্য।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক এর বিস্তারিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং : ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেল : **support@auctiontiger.net.**
আগ্রহী ডাকদাতাগণ ওয়েবসাইট http://drt.auctiontiger.net দেখতে পারেন বিস্তারিত প্রক্রিয়া, নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য এবং ই-নিলামের জন্য কোনও সহায়তা/সাহায্য এর জন্য। পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য বিস্তারিত জন্য যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত অফিসার -তপশ্রী ভট্টাচার্য, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭৪১৬০৫, সিসিও- কল্পতরু দাস, মোবাইল নং : ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯, ঠিকানা : এসবিআই, এসএআরবি-সাউথ-বেঙ্গল (১৫১৯৬) জীবন দীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কল- ৭০০০৭১, ই-মেল আইডি - **sb.15196@sbi.co.in**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল -২, কলকাতা

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৩.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
ধর্মতলা শাখা (০৫০১)
৪, পুরান চাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ কলকাতা - ৭০০০১৩
ইমেল : dharamtolla@Indianbank.bank.in

দাবি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **মেসার্স দ্য বুক সোসাইটি,** ঠিকানা : ১৫ শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩।
২. **শ্রী কাজি সাদ সালিম,** ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১, রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯।
আরও ঠিকানা : গ্রাম -বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা -হাওড়া- ৭১১৪১৬।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ধর্মতলা শাখায় দ্য বুক সোসাইটির আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট OCC-TRADEWELL-MSE-REPO (নং ৫০২৭৭৭৩০৯৭১) - প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন স্বত্বাধিকারী এবং এই সুবিধার জামিনদারও। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলোর জামানত হিসাবে আপনার সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের মধ্যে প্রথমজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথমজন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
OCC-TRADEWELL-MSE-REPO	২৫.০০ লক্ষ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন উক্ত সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি পেশ করেছেন

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
OCC-TRADEWELL-MSE-REPO	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকেট ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) ৩. ডি-১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) ৪. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি ৫. ডি-৩৩ পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি, যা ইকুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদির মেয়াদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

উক্ত ঋণ উশুলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে জামিনদত্ত আপনাদের দ্বিতীয় জনের দ্বারা জামিন চুক্তি সংশ্লিষ্ট তারিখে সম্পাদিত। উক্ত ঋণের উশুলের জন্য দোকান নং এল এম এস-২, পরিমাপ ১০২ বর্গফুট প্রেমিসেস নং ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধীন নিম্নোক্ত তপশিল অনুযায়ী আপনাদের স্বত্বাধীনে এর সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তি(গুলি) এবং সরঞ্জাম দায়বদ্ধ।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে, যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ হিসাবটি ২১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
***২১.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৫০২৭৭৭৩০৯৭১	২৪,৯৭,৯৯৯.১৩ টাকা	৯৭,০৯৫.০০ টাকা	২৫,৯৫,০৯৪.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ‘ঋণগ্রহীতা’ বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২১.০৪.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ২৫,৯৫,০৯৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চুরানব্বই টাকা) এবং উক্ত তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগ না করেই তার জামানতি স্বার্থ বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক অধস্তন তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তার প্রয়োগমূলক অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনও হস্তান্তর করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি DRT/DRAT/আদালতের সমীপে DRT/RO বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, আপনার পক্ষে ইস্যুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
“আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা আপনার সিকিউরিটিগুলির উপর খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে”।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং পূর্বোক্ত ১৩ নং ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
তফসিল যে সকল সম্পদে জামানতি স্বত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০১০২৪৩৭৮২, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০১০২৬৩৪২৪।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং এল এম এস ২ পমিপ ১০২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি প্রেমিসেস নং ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধীন, সম্পত্তি শ্রী কাজি সাদ সালিম এর নামে এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত ১৬/১ শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট এবং অংশত ৫ কলেজ রো এবং অংশত ৩ কলেজ রো। **দক্ষিণে :** ৭৯বি মহাত্মা গান্ধি রোড। **পূর্বে :** অংশত ১ কলেজ রো এবং অংশত ৭৭এ, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** শ্যামা চরণ দে স্ট্রিট।
প্রাথমিক সম্পদ : দয়াবদ্ধ আদায়দত্ত মজুত সকল ধরনের সংশ্লিষ্ট সংস্থার এবং চালু এবং ভবিষ্যতের সম্পদ যা ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে সংগৃহীত ইত্যাদি।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
ধর্মতলা শাখা (০৫০১)
৪, পুরান চাঁদ নাহার অ্যাভিনিউ কলকাতা - ৭০০০১৩
ইমেল : dharamtolla@Indianbank.bank.in

দাবি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **মেসার্স কাস্টম হায়ারিং সেন্টার,**
ঠিকানা : গ্রাম - বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা -আমতা, পো - মানিকপুরা, জেলা-হাওড়া - ৭১১৪১৬।
২. **শ্রী কাজি সাদ সালিম,**
ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯,
আরও ঠিকানা : গ্রাম : বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা-হাওড়া-৭১১৪১৬।
৩. **শ্রীমতি নাশরত তানিয়া খাতুন,**
ঠিকানা : গ্রাম : বসন্তপুর, আলতারা চালকল, থানা : আমতা, পো : মানিকপুরা, জেলা : হাওড়া-৭১১৪১৬।

বিষয় : আপনার লোন অ্যাকাউন্ট ১) কাস্টম হায়ারিং সেন্টারের টিএল এমএসএমই সিকিওর (নং ৭৭৪৭৪২০৪০৪) ২) ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ধর্মতলা শাখায় কাজী সাদ সেলিমের হোম লোন অ্যাকাউন্ট (নং ৫০৪২৫৯২৫৭৯৪) - সংক্রান্ত।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একটি স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন স্বত্বাধিকারী এবং হোম লোন সুবিধার ঋণগ্রহীতা। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় সুবিধার জন্য জামিনদারও। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদাতা, যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য আপনার সম্পদ জামানত হিসাবে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জনের অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়জন সেগুলো গ্রহণ করেছেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টিএল এমএসএমই সিকিউর	৫৮.৬৫ লাখ টাকা
হোম লোন	৩০.০০ লাখ টাকা

আপনার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষ উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টিএল এমএসএমই সিকিউর - ৭৭৪৭৪২০৪০৪	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকিট ২৬.০৩.২০২৪। ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) ৩. ডি-৩৬ টার্ম লোন চুক্তি ৪. ডি-১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) ৫. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি ৬. ডি-৩৩ ইকুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদির মেয়াদ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি।
হোম লোন	১. শর্তাবলী ও নিয়মাবলীর স্বীকৃতি স্যাংশন টিকিট। ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) এডিভি-৪২-২২.১১.২০১৭ তারিখের গ্যারান্টি পত্র ডি-৩২ ইকুইটেবল মর্টগেজ ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করে পার্টি কর্তৃক ব্যাংককে প্রদত্ত চিঠি।

উক্ত ঋণ উশুলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জন্য কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তারিখে জামিন চুক্তি সম্পাদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণ উশুলের জন্য ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ৮৩, ব্লক নং ৮, পো এবং থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০, কলকাতা- ৭০০০০৯ ঠিকানাস্থিত তপশিল অনুযায়ী আপনাদের স্বত্বাধীনে সম্পত্তি(গুলি) এবং সরঞ্জামসমূহ দায়বদ্ধ।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে ২১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।
***২১.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৭৪৭৪২০৪০৪	৪২,৯৪,৭০৫.৬৮ টাকা	১,২৩,১৯১.০০ টাকা	৪৪,১৭,৮৯৭.০০ টাকা
৫০৪২৫৯২৫৭৯৪	২৮,১৬,৩৯৪.০০ টাকা	৩৫,৮১৮.০০ টাকা	২৮,৫২,২১২.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী ‘ঋণগ্রহীতা’ বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যাকে ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে অথবা যিনি উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২১.০৪.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ৭২,৭০,১০৯.০০ টাকা (বাহাত্তর লক্ষ সত্তর হাজার একশত নয় টাকা) এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ পরিশোধ করুন, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগ না করেই তার জামানতি স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনারা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাদের দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক অধস্তন তফসিলভুক্ত জামানতকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পর সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনো হস্তান্তর বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে করা যাবে না।
উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাকে জানানো হচ্ছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি DRT/DRAT/আদালতের সমীপে DRT/RO বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে ইস্যুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনার খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
তফসিল যে সকল সম্পদে জামানতি স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইনিড : ২০০০৩৫০৭৩৯৫৮, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৩৫১৩২৮৬৬।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, চতুর্থতলে, উত্তর- পূর্ব দিকে পরিমাপ ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক, দুই বেড রুম, কিচেন, ডাইনিং, দুই টয়লেট, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির আই প্রেমিসেস নং ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, থানা : আমহার্স্ট স্ট্রিট, হোল্ডিং নং ৮৩, ব্লক নং : ৮,কলকাতা - ৭০০০০৯, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৪০ অধিক্ষেত্রে, সম্পত্তি শ্রী কাজি সাদ সালিম এর নামে এবং **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ৬২ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬২/১ মহাত্মা গান্ধি রোড। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ১/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। **পূর্বে :** রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৬০/১, মহাত্মা গান্ধি রোড। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, প্রেমিসেস নং ২।
প্রাথমিক সম্পদ : মেক কে অ্যান্ড এফ ইন্টারন্যাশনাল কোং লি. চায়না দ্বারা গুস ১০২৮ মডেল হারভেস্টিং মেশিন এর ৬ টি দায়বদ্ধ সমুদয়।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

---

punjab national bank

এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউ.বি.আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	পিএনবি এআরএমবি মুম্বই সিটি, শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী, ঠিকানা : ১১০১, অরুন্ধতী সিএইচএসএল, প্লট নং ৩৫, সিটিএস ৩৬৬/২১, স্বস্তিক পার্ক, চেম্বুর, মুম্বই - ৪০০০৭১। আরও ঠিকানা : ২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা- ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা -যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫	আইপি - ২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা -ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা -যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫ (বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত সমুদয় ২য়তল পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ঢাকা ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট জি-২ তলা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে)	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০ টাকা, খ) ১০,১২,৯০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬ (বেলা ১১ টা) পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০ টাকা	২৬.০৫.২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত।	জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি
১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি “যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত” বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা “নির্ঝর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস” মোবাইল নম্বর ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি’র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।
দ্রষ্টব্য : কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপি’র যেকোনো আইনগত পাওনা আইপি’র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক